PK
1718
.B4657
S256
1942z
c.1
Gen

সৈনিক ও অন্যান্য কবিতা

শ্রী অজয় ভট্টাচার্য

[illegible]

[illegible]

The University of Chicago Library

সৈনিক ও অন্যান্য কবিতা

অজয় ভট্টাচার্য

পূর্বাশা

প্রথম সংস্করণ
মূল্য—১৷৷০

রচনা-কাল
১৯৪১—৪২

পূর্ব্বাশা প্রেস, ৫।১৩, গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা
হইতে সত্যপ্রসন্ন দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সৈনিক

স্বেচ্ছায় সৈনিক : আকস্মিক আবির্ভাব নয় ;
সাময়িক বন্যাস্রোতে একমুখী শৈবাল-নিচয়—
ফুজিয়ামা-ভিসুবিয়াসের বিচ্ছুরিত অগ্ন্যুদ্গার—
কিংবা কোন উড়ন্ত 'লু' শুষ্ক সেই গোবি সাহারার
এরা নয় ;
নহে এরা ক্ষীণায়ু বিস্ময়।

সমসারী শ্রেণীর সৈনিক
বিভিন্ন পলিতে জমা বাসনার যে বীজ নির্ভীক
তার মহীরুহ এরা,
শাখে শাখে চৈতালী বর্ষায় কত রং ফেরা
উত্তেজিত বুদ্‌বুদ নিঃসার ফানুস এরা নয়,
বহু ক্ষতি বহু পূর্ণতায় গড়ে সত্য মানুষের জয়।

যে-শক্তির প্রোটনেরা ক্রান্তিশীল মানবের ঘিরে
অন্তঃশীলা ফিরে,—
যে-শক্তির অভিধান
আজো অনির্বাণ
নির্বাপিত সভ্যতার পিরামিড বাক-গুহাতলে,—
যে-শক্তির বিস্তৃত ইঙ্গিত
রচে যায় ধারা-রক্ষী ভবিষ্যের সঙ্কেত-সঙ্গীত
সে শক্তির বর্তমান এরা
স্বেচ্ছা-সৈনিকেরা।

ফসিলের মর্মভেদী সোণার ফসল ;
নহে এরা যৌবনের স্বপ্ন-লোভী তন্দ্রায় বিকল ;—
নব নব সূর্যের ধেয়ানে
ঊর্ধ্বমুখ আকাশের পানে ।

জাহাজী

ছাড়ো বন্দর ছাড়ো—
কুঠো খোল আর ফাটা পাটাতন ইস্পাতে ঠুকে সারো ।
সাদা সাগরের ভীরু সদাগর থাক্ পিছে প'ড়ে থাক্
একনামা সব বেনামী জাহাজী শোন' ঝঞ্ঝার ডাক !
অনেক শিকলে জড়ানো নোঙর তোল' জোয়ানের দল,
তোমাদের আছে মেরুর বাতাস আর জোয়ারের জল !
খড়ি পেতে ঐ হিসাবী গণক গণুক যাত্রা-কাল
সাগরের শিস্তু সেরে নাও ভাঙ্গা মাস্তুল ছেঁড়া পাল ।
সব পেয়েছির দেশের সওদা একার নয় সে কারো—
ছাড়ো বন্দর ছাড়ো ।

অনেকদিনের বাসি কঙ্কাল ঝুলা মাংসের তলে,
বুঝিতে পারো না তবু মজ্জায় এখনো আগুন জ্বলে !
কম্পাস-ভাঙ্গা ফেরার জাহাজে ফেরারী হবে না ভাই—
সব খোয়ানোর ফিরানো বেসাতি সবি নিয়ে আসা চাই ।
ঈগলের মত রাত্রি নেমেছে, পাথুরে কৃষ্ণ রাত—
চলন্ কালের অশ্ব খুরেতে শোন' কা'র পদপাত ?
চেঙ্গিসী ভূখ সাগরের জিভে আকাশের হাহাকারে—
হাত-বদলের প্রহর বাজিছে কাহাদের হাতিয়ারে !
সব পেয়েছির দেশের সওদা একার নয় সে কারো—
ছাড়ো বন্দর ছাড়ো ।

ফসলের দিন

আজ নাকি ফসলের দিন।
পাতালের পাত্র ভরি' দিয়েছিলে ঋণ
কঙ্কালিত কত তপস্যারে
কত মৃত্যু কত সে জীবন বারে বারে,
মিশর মহেঞ্জোদাড়ো
জানে আরো।
আজি ওই হলুদ শস্যের শীষে
সৃষ্টির প্রচেষ্টাগুলি ভীড় ক'রে আসে মিশে মিশে,
লুপ্তি মাঝে হয় নাই লীন
তোমাদের ঘরে আজ ফসলের দিন।

ছিল কবে তমিস্রার কত রাত্রি
আর ছিলে তোমরা-ই সম্মুখীন অভিযাত্রী,
অন্ধকারে
তোমাদের কত বাতি নিভিয়াছে জ্বলিয়াছে বারে বারে
মনে নাই বুঝি,
অস্থিন চাঁদের বুকে সে আলোক আজো পাবে খুঁজি,
হয়নি শো ক্ষীণ
প্রদীপ্ত প্রভাতে এলো ফসলের দিন।

তোমাদের তীর থেকে নিরুদ্দেশ কত ঢেউ,
গিয়েছিল সে কোন্ প্রান্তিক দেশে জানো নাই কেউ ;
আজ ওরা ফিরে আসে
উজানী বাতাসে

সুমেরু কুমেরু কত প্রদক্ষিণ করি'
আর আসে মানুষের ঐতিহাসী তরী ;
বন্ধ্যা নয় এ পৃথিবী জীবাণুরা হয়নি বিলীন
মৃত্তিকার মহোৎসবে এলো দ্বারে ফসলের দিন।

নবাগত

কাঁকরের পথে আর মেঠো কাটলের ফাঁকে তৃণাঙ্কুরগুলি
ঊর্ধ্বমুখ অভিযানে উঠিয়াছে দুলি' ;
আলোকের তৃষ্ণা বহে অনভিজ্ঞ ভয়ার্ত শিরায়
পত্রের ফলকে তার ঝলকিয়া যায়
উৎসুক আগ্রহ আর অনুচ্চার অভিলাষ :
পৃথিবীর পথে আজ নব তৃণ ফেলিয়াছে প্রথম নিঃশ্বাস।
বহুভোগ্য বাতাসের লজ্জাহীন প্রগল্‌ভতা
স্বপ্নে যেন কহে কথা
প্রমত্ত তৃণের কানে।
দিগন্তের শতরন্ধ্র বাঁশি টানে
তপ্ত বিলাবল ছন্দহীন রক্তিম আবেগে,
নির্বোধ পুলকে নব তৃণদল শিহরায় সুরবহ্নি লেগে।
চন্দ্রাহত কত পান্থ আসে
বিদেশী বিকৃত সুধা খোঁজে তারা তৃণ মঞ্জরীর বাসে ;
চ'লে যায় নিষ্কর্মা শর্বরী
পীতপ্রাণ ভীরুতার ছায়া গড়ি' গড়ি',—
দূরে দূরে জৈব দীক্ষা আর সবুজ রক্তের ধারা
প্রাত্যহিক প্রাণবাহী যবনীরে দেয় মুক্তি-সাড়া।

পরিক্রমা

আজিকার এ-প্রভাতী সূর্য অভিজ্ঞ পণ্ডিত,
বহু পৃথিবীর বহু মৃত্যু ইতিহ ইঙ্গিত
এ সূর্য দেখেছে বার-বার। কত জন্মোৎসবে
নব নব নীহারিকার, সাক্ষ্য হলো কবে।
কত সুদুর্গম বন্য গৃহে আমি জন্মিয়াছি
কত মৃত্যু বুঝাইলো আসি' আমি বেঁচে আছি,
মানুষের পাশব অস্তিত্ব কটাহে গলিয়া
আপনারে চিনে না তো আজ—ওঠে চমকিয়া।
কত নোনা রক্ত তাজা অস্থি আদিম মাটিতে
প্রাণের বীজাণু হয়ে আছে অলক্ষ্য নিভৃতে।
প্রাগৈতিহাসিক যাযাবর আত্মিক সম্রাট
দিগ্বিজয়-শেষে বাঁধিয়াছে নীড় সুবিরাট।
শতাব্দীর পলির প্রলেপে এ মাটির দেহে
শত মহেঞ্জোদড়োর আত্মা অন্তঃশীলা স্নেহে
অমর মরণে আছে বেঁচে—মরেনি সেদিন ;
বর্বরের বর্মা হলো সভ্য লেখনীতে ক্ষীণ।
এ সূর্য প্রত্যক্ষ দর্শী তার। আমাদের পরে
ভ্রূণ-ভবিষ্যৎ জন্ম লভি' এ মাটির ঘরে
প্রস্তরিত ইতিহাস বলি' আমাদের ল'য়ে
যদি গড়ে জ্ঞান-ক্রীড়ণক দুঃখ কিছু নাই,
শিলার লিপিতে ক'বো তোমরা যে আমরাই.
আয়ুষ্মান আজিকার সূর্য আতপ্ত অক্ষরে
সেদিনো কহিবে, আমি র'বো তোমাদেরো পরে ॥

পদাতিক

পৃথিবীর লৌহ দ্বারে পদাতিক কালের প্রহরী
হানিয়াছে পদাঘাত ; চিনিছ কি এ-কোন্ শর্বরী ?
তোমাদের ইতিবৃত্ত অসমাপ্ত আজো যদি থাকে,
যদি কোন' উৎসবের পানপাত্র বক্ষে তার রাখে
দ্রাক্ষার নির্যাস-কণা—সুরু করা শেষহীন গান—
শেষ কর' লহমায় ; তাই র'বে তোমাদের দান।

আতাম্র আকাশে অই পলাতক জ্যোতিষ্কের দল ;
ইস্পাতের বাজ ওড়ে, বায়ু নয়, আরতি' অনল
অনেক মৃত্যুর জ্বালা : তোমাদের ক্ষুদ্র কান্না-হাসি
অবকাশ কোথা' তার ? ক্রন্দনের বিশ্রী বন্যা-রাশি
দূর হতে আসে শোন' পঞ্জরের দ্বার ভাঙ্গি' ভাঙ্গি'
বসন্ত-পলাশ নয়, ধূলি আজ রক্তে ওঠে রাঙ্গি'।

প্রেম-যক্ষ, কত প্রেম যখের মতন জমা রেখে
হৃদয়ের শুক্তি-মাঝে, রত্ন-বণিকের হাট থেকে
বহু লাভ বহু ক্ষতি বার-বার নাও নি কি তুলে ?
জোয়ার কখন গেল, লোভাতুর হাথ' নাই ভুলে।
বৈশাখীর ছিন্ন পত্র জীবনের খতিয়ান ফেলি'
এ-বন্দর ভোল' আজ ফুরায়েছে সালের পহেলি।

এ মাটির বড় মায়া ! মুছে যাবে তাই বুঝি ভয়,
দিগ্বিজয়ী রাত্রি এলো, পদশব্দে কোন্ কথা কয়
শুনিছ কি ? দেখিছ কি শাণিত বর্ষার মুখে তার

বিদ্ধ কত সূর্য পৃথ্বী ? আসিয়াছে চির দুর্নিবার
ধ্বংসোন্মাদ অভিযাত্রী। তোমাদের তাসের প্রাসাদে
ফাঁকির বেসাতি যদি ফাঁকা হয়, বল' কেবা কাঁদে।

এদিনের বহু আগে প্রাকৃতিক জৈব তৃষ্ণা ল'য়ে
মানুষের শোভাযাত্রা প্রাক্-ঐতিহাসিকতা ব'য়ে
চলিয়াছে ইতিহাস গড়ি' নব কৃষ্টির বৈভবে—
তাদের নিয়েছে মুছি পদস্পর্শে এই রাত্রি কবে ;
নগর-সীমারে আজ আমাদের স্বর্ণাভ পতাকা—
অদম্য জিগীষা কত রক্তরাগে নভে নভে আঁকা।

ফেলে যেতে হবে সব। মৃত্যুর নকীব হাঁকে দ্বারে
জীবাশ্মের শুষ্কস্তরে মৃত্তিকার রুদ্ধ অন্ধকারে
আমাদের পরিচয় তুচ্ছেয় রহস্য রচি' র'বে—
কবেকার মরুপ্রান্তে অভিজাত মসির গৌরবে
স্থিরীকৃত হবো মোরা,—এ রাত্রি চলিবে চিরদিন
অনাগত সেদিনের বর্তমান শূন্যে করি' লীন।

হাসপাতাল

সৈনিক আসে, দ্বার খোল'—।
অনেক মারণে চোখা হাতিয়ার সঙ্গীন তার নেই হাতে,
কমরেড্ সব চ্যাপ্টা বাদুড় কোথায় মরেছে, নেই সাথে,
তাজা ফুসফুসে পচা গ্যাস বুঝি ঘর বাঁধে ;
সৈনিক আসে কার কাঁধে ?
শিবির কোথায় ? ইস্পাতী বাজ উড়ায়ে নিয়েছে সেই কবে !
এ হাসপাতাল ফতুর আয়ুর নীড় হবে—
সৈনিক আসে, দ্বার খোল'—।
সৈনিক আসে ভার্দুন কিবা ককেশাস্ আর আলবুরুজের
পার থেকে,
ভল্গা ডনের ধার থেকে !
প্রেতের মতন চোখে ভাসে তার সে কোন্ ভয়ের নীল ছায়া,
সোঁদা মাটি আর সোনালী মাঠের নেই মায়া,
শান্ত কুটিরে মোমের মতন মমতায়-গলা দিনগুলি
যায় ভুলি !
কাস্তে কোদালে কোথায় বেজেছে ফসলী দিনের সুরখানি—
নগরের কলে হুইসিলে ছিল মানুষ গড়ার কোন্ বাণী—
সেই সে পৃথিবী সব মিছে !
কমরেড্ চলে সমুখে সবার, কমরেড চলে তার পিছে।
মরণের বীজ রোদে-নাওয়া অই লাল নভে
বোমা-চষা অই খারকভে।
হাসপাতালের দ্বার খোলো, –
সৈনিক আসে, এবার সময় তার হ'লো।

পীত মৃত্যুরা কফিন গড়েছে সবখানে !
কোন্ ঘরে কা'রা গলিত দেহের ভার বহি' বহি' কাঁদের পাপের
জের টানে !
শুকনো নদীর পোড়ো বন্দর হাসপাতালের সব ঘরে
কম্পাস্ ভাঙা নাবিকেরা সব ভীড় করে—
ফুটো পাঁজরে একটু বাতাস ভিখ মাগে।
আপন ছায়াতে ভয় লাগে !
সৈনিক আসে, দ্বার খোলো —
কোন্ শ্বাপদীয় জিগীষার মুখে আহত শীকার সেই হ'লো—
জীবন্তদের মাতৃঘরে আজ দ্বার খোল'।

অপ্রকাশ

ক্ষুদ্রতম ইলেক্ট্রন শক্তির আধার—
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ;
অদেহী অদৃশ্য ওরা গতি-সমবায়ে
চলে এক অগ্নি গর্ভ নিভৃতির ছায়ে
সৃষ্টির আড়ালে আর ধ্বংসের বিকাশে—
মৃত্তিকার তলে তলে আকাশে আকাশে।
এ শক্তির নাহি ক্ষয়—
জীবনের প্রতি স্তরে রং-ফেরা
বিচিত্র ভবিষ্য হয়ে রয়।

বর্তমান

সমুদ্রের তরঙ্গেরা বক্ষ্যমান মুহূর্তের নয়,
অনেক চাঞ্চল্য আর বিক্ষুব্ধির যুগবার্তা রয়
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলোচ্ছ্বাসে। বিগলিত ফেনিল স্ফটিকে
জলকন্যা নয় শুধু, পণ্যযাত্রা চলে দিগ্বিদিকে।

বসুগর্ভা ধরিত্রীর ক্রমস্নিগ্ধ অজ্ঞাত জঠরে
যুগান্তের সম্ভাবনা রসসিক্ত হলো স্তরে স্তরে ;—
আজিকার তৃণ-পুষ্পে অবরুদ্ধ সে-মহাযৌবন—
নবান্নের নব ধান্যে আজি তার মূর্ত উদ্গমন।

গুহার শিকারীদল, সামোচ্চারী হিমারণ্যচারী,
বৈশালী শ্রাবস্তীবাসী নির্বাণের দীপ-শিখাধারী,
যীশুর ক্রুশের সেই কলঙ্কিত শ্রেণীবদ্ধ নর
অনেক মরণে ম'রে আজো বাঁধে বাঁচিবার ঘর।

সে মানুষ তুমি আমি। বহু সূর্য অনেক বাতাস
আজিকার এ-পঞ্জরে দিল কত তেজস্বী নিঃশ্বাস!
সম্মুখীন পদাতিক! প্রথম চরণ-রেখা তার
জানে কূর্ম-বরাহেরা, মোরা বহি ইতিবৃত্ত-ভার।

নাগরিক

চিরমুক্ত নগর-তোরণ, এসো অভিযাত্রী—
পৃথিবীর চোখের বন্ধনী রাত্রি
যাদুকর সূর্যের ছোঁওয়ায়
স'রে যায়।
বিশৃঙ্খল শৃঙ্খলিত অজগর
জাগিছে নগর ;
অগণিত প্রাসাদের মধুচক্র মাঝে
জীবাণু মানুষ জাগে, প্রাণের স্পন্দন বাজে ;
পথের গোলাক-ধাঁধা 'পরে
নিত্যকার পদাতিক নৈমিত্তিক যাত্রা সুরু করে—
প্রাথমিক বুভুক্ষায় কুড়াইতে,—স্বর্ণ নয়,—সোনালী ধানের শীষ্,
যুগবাহী মানবের পরিক্রমা নির্নিমিষ !
এসো যাত্রিদল,
বয়ঃসন্ধি মুহূর্তের স্বপ্নবাদ একক সম্বল।
নগরের মীনারে মীনারে
ওমর খায়ামী রং দেখে যাও পথের দু'ধারে
মানসিক দ্রাক্ষারস-পায়ী :
আত্মসুখী যক্ষদের প্রাসাদ বিদায়ী—
তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত প্রবালের সৌধ বুঝি এই !
বৈদ্যুতিক কক্ষালোকে চীনাংশুকী নাগকন্যা জানি খুঁজিবেই।
বিকলাঙ্গ কুটিরের জন্য গাহি' গাহি'
নিষ্করুণ করুণায় শীর্ণ পথ বাহি'
তোমরা চলিবে।

দারিদ্র্যের দীর্ণ ভালে ঐশ্বরিক মহিমার রাজটীকা দিবে ;
আত্মার ঔদার্যে ভূখায় ভুলিতে
শিখাইবে বুভুক্ষিতে।
তার পর,
অনুচ্চার বিবর্তনে এ মহানগর
যে মন্ত্র বুলাবে ধীরে তোমাদের দুগ্ধপোষ্য দেহে আর মনে
ক্ষণে ক্ষণে
তার ধ্বনি নিঃশব্দ নির্ঘোষে তোমাদের শত শতাব্দীর আগে
ক্ষমাহীন অনুরাগে
নিঃক্ষিপ্ত বর্শার মত আমাদের গিয়াছে ভেদিয়া !
আজি তাই নিয়া
আসিয়াছি অতীত প্রভাতী মোরা অতীতের আশীর্বাদ দিতে ;
প্রথম স্নাতক, এসো আজ নিরঙ্কুশ চিতে।
এ মাটির বক্ষস্তরে প্রসারিত প্রচেষ্টার কত অভিজ্ঞান
পলির পরতে কত শিলালিপি—স্থির অভিযান :
খনিত্রে উৎখাত ধারা—স্বেদবাহী কর্ষণার গতি
এইখানে এ নগরে পেয়েছে বিরতি।
তোমাদের মানসের ইন্দ্রপ্রস্থ নহে এ নগর—
রাত্রি শেষে জাগে হাথ' বহুবর্ণ ক্লান্ত অজগর।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

বন্ধ্যা মাটিতে বক্ষ পাতিয়া খুঁজি মোরা ক্ষুদ-কণা,
তোমার নয়নে স্থবিরা পৃথিবী অনন্ত যৌবনা।
বণিকের হাটে ফুলের বেসাতি কেমনে আনিলে কবি
মানুষের কালি-কলঙ্ক ল'য়ে আঁকো নন্দন-ছবি।

বন্দরে মোরা অচল জাহাজ চলিব না কোন' কালে,
তুমি সাগরের ময়ূরপঙ্খী মেরুর বাতাস পালে।
আমরা হঠাৎ-থেমে-যাওয়া কথা, তুমি অফুরান্ গান·
চিরদিন তুমি চির-ঊষা-রবি আমরা যে অবসান।

চাঁদের আকাশ ছেয়ে দেই মোরা ধোঁয়ার ধূম্রজালে,
মোদের ফাগুন আগুন জ্বেলেছে শূন্য বনের ডালে।
মাটির পাত্র কেমনে ভরিনু নাগ-হলাহল দিয়া—
আমাদের লাগি কাঁদিনি আমরা, কাঁদে শুধু তব হিয়া।

গিরি-কান্তারে আমরা চলেছি বুভুক্ষা-বেদুইন,
বর্শাফলকে মৃত্যু এনেছি নিজেদের চিরদিন।
তুমি ঋষি কবি পেয়েছ সেথায় অমৃতের সন্ধান—·
সে কথায় বল' কি হবে মোদের, মোরা শিলা নিষ্প্রাণ।

মানুষের লাগি' এ মাটির লাগি' কত আশা নিয়ে এলে।
পাথুরে পুতুল আমরা কি দিনু—কি বা আজ ফিরে পেলে।
তোমার ধ্যানের পৃথিবী এ নয়, সরীসৃপের মেলা—
অর্ঘ্য সাজানো সাজে না মোদের, পাছে হয় অবহেলা।

দর্পণ

এ প্রবাহ স্বাদহীন নিত্য পেয় সাদা ফিকে জল ;
ক্ষতি কা'র যদি আসে ধুতুরার মৃত্যু-হলাহল
শিরা-উপশিরা বহি' ! কত নভে কত সূর্যোদয়
আনে নাই নব ঊষা,—হোক্ না এ আঁধারের জয়।

অনেক নিষ্ফল চাষ দুর্বল ফসলে হ'লো শেষ ;
হয় যদি হোক্ তবে সাহারা-গোবির মহাদেশ
দিগ্‌দিগন্তরে ঘেরি'। বল্গাহীন কল্প-পক্ষীরাজে
প্রমাণিত শক্তি-শেল বাজুক সে যদি এসে বাজে।

বৈরাগীর একতারা গাহিয়াছে পলায়নী গান ;—
বন্দরী বাঁশিতে যদি শুনি আজ সাগরী আহ্বান
পারাবত-কক্ষ ছাড়ি', সে কি নয় মহার্ঘ উৎসব ?
অনেক ঘুমের মন্ত্রে পৃথ্বী যবে নিস্তব্ধ নীরব।

বিগতির অন্তপথে বেলোয়ারী অস্তিত্ব আঁকড়ি'
ছিল কত ইন্দ্রপ্রস্থ, আজি সেই ভিৎ ওঠে নড়ি' —
আকাশে বাজের হানা, নিষ্করুণ রথচক্র ভূমে,
পোড়া মরুদের ঘ্রাণে কাজ নাই অগুরুর ধূমে।

নগর

এই তো নগর,
বণিকের রূপালী প্রাসাদ আর কালিমাখা ছোট ছোট ঘর।
সোণার থালায় এক কণা খাওয়া আর 'ডাষ্ট-বিনে'
খুঁটে-খাওয়া ঔদরিক নিশাচর।
চওড়া সড়ক আর এক ফালি গলি
যথের সিন্দুক আর কুটো খলি—
তবু তো বাতাস আছে
চৌরঙ্গীর কৃষ্ণচূড়া গাছে
এই তো নগর—
শতাব্দীর খেয়ালের খেলা-ঘর।

বন্দরে জাহাজ, ধোঁয়াটে আকাশ,
ওপারে রেলের রাস্তা—ইস্পাতের নাগপাশ—
সভ্যতার ইতিবৃত্ত।
এপারের হাটে বেচা-কেনা চলে নিত্য।
এপারে ওপারে বারো মাস লাল নীল দীপালীর রাতি,
না জ্বলুক কল-মজুরের আর ধানের নৌকার বাতি—
তবু রাতে ওঠে চাঁদ—
কালো জলে ক্ষণিকের মায়া-ফাঁদ—
এই তো নগর—
শতাব্দীর খেয়ালের খেলাঘর।

ভীড়ে ভাঙ্গা সিনেমার দ্বার—
তাড়া খাওয়া ভিখারীর ছেলে আর

ঈশ্বরের জমিদারী প্রণম্য মন্দির—
আর সাতবার জেলখাটা গাঁটকাটা বাটপাড়দের ভীড়।
খাটুনির ঘামে-ভেজা বৈশাখী দুপুর
আর কুলি-বরফের সুর
তবু তো মানুষ আছে বেঁচে
প্রাণ-ভিক্ষা নেয় নাই কারু কাছে গেচে।
এই তো নগর—
শতাব্দীর খেয়ালের খেলাঘর।

রাত্রি,
আর ছন্নছাড়া বেহুঁশ মাতাল গাড়ী
নারকী প্রেতের উৎসব-বাসর—
রিরংসার ক্লেদ স্পর্শে অপবিত্র বিলাসী নগর
সরীসৃপ অন্ধকার কুটিল বিদ্যুতি আলো আর
গজলের গান শব-বাহীদের চীৎকার
তবু কোন' বাতায়নে
কে কহে প্রলাপ-কথা রজনীগন্ধার সনে!
এই তো নগর—
শতাব্দীর খেয়ালের খেলাঘর।

ডাষ্ট বিন্

নগরের পথে ডাষ্ট্‌বিন্ আর ডাষ্ট্‌বিনে এঁটো ভাত—
বহু সূর্যের পর্য্যাপ্তির ওরা ফেলে-দেওয়া রাত।
অনেক সোণার পদতলে কালো কয়লার কালি-রেখা—
শত সৌধের শত-করা হারে ডাষ্ট্‌বিন্ আজো একা।

নগরের পথে পদাতিকদল গলিত শ্রেণীর ধারা—
ডাষ্ট্‌বিনে বাজে কঠিন লোহায় নব ক্রান্তির সাড়া।
কোথায় কা'দের পিয়ানো গাহিছে অতি ভোজনের গান—
সর্ব-হারার বুভুক্ষা গড়ে ডাষ্ট্‌বিনে মহাপ্রাণ।

নগরের পথে ফাল্গুন আসে, টবের ডালিয়া জানে
আর আসে নাকি বিত্তলোভীর ঊনপঞ্চাশী প্রাণে!
ডাষ্ট্‌বিনে জমে কোটি জঞ্জাল পুণ্য-প্রসূতি পাপ-
সারা দেহে কোন্ লাল দিবসের ক্ষমাহীন উত্তাপ।

নগরের পথে ওড়ে না ঈগল, ওরা কহে নাহি ঠাঁই—
ডাষ্ট্‌বিনে কা'র ডানার ঝাপট্ বধিরে-ও শোনে ভাই।
শ্বেত মহলের মৃতের প্রদীপ শুধে নিক্ যত আলো—
সারা দুনিয়ার মুখে কালি দিতে ডাষ্ট্‌বিনে আছে কালো।

বিবর্তন

মেঘের নীলাম্বরীতে লেগেছে জ্যোছনার জরিপাড়,
হাওয়ার আকাশ আজ নাকি হলো স্বপনের পারাবার,
নিশিগন্ধার বাঁধি ছায়াপথে চন্দ্রাহতের দল—
আদম-ইভেরা আজো চিনিল না আদি নিষিদ্ধ ফল।

বুকের ওকায় ফুঁসিছে হাপর কহে কালিয়ার বাঁশি
ওমর খায়াম আর সাকী সুরা হয়ে গেছে কবে বাসি,
গতিচক্রের চক্রনেমীতে দেমাকীর গুঁড়া দেহ,
কালো বুভুক্ষা শুষিয়া নিয়েছে পৃথিবীর অণুলেহ।

এই তো সাগর চিনিতে পার' কি ক্ষীরদ-সায়র বলি'?
সপ্ত ডিঙার সদাগর সবি উবিয়া গিয়াছে চলি—
রক্তে যাদের নোনা ধরিয়াছে একটু সুনের লাগি'
লবণাম্বুর তীরে হাত পাতি তাহারাই আছে জাগি'।

আজিকার ঝড়ে উড়ে গেল শুধু পিয়ালের পাতা নয়,
ছিন্ন পুঁথির কত ছেঁড়া কথা ছড়ানো আকাশময়।
ধোকা-ভগবান পারেনি রাখিতে ফাঁকির সিংহাসন
মানুষ হয়েছে আপন বিধাতা আপনার নারায়ণ।

দেখিতে পাও কি আকাশে উড়িছে অশ্বখুরের ধূলি,
বল্গাবিহীন আগুনে জ্বলিছে কত পৃথিবীর খুলি
পাথরে পাষাণে কালো ইস্পাতে মানুষের পরিচয়
আজিকার রাত হলুদে চাঁদের আর কুসুমের নয়।

যাদুঘর

পৃথিবীরে চেনে নাই,
সূর্য-কন্যা অপজ্ঞানীরা হিসাবে কহিল তাই।
অনেক রক্ত মজ্জা সে ঢের করে থেকে মোরা ঢালি
খাতার পাতায় অঙ্ক কষিয়া ওরা কহে শুধু বালি।
মাটি খুঁড়ে আই দৃষ্টিহীনেরা মহেন্-জো-দড়ো কহে,
বুঝিল না হায় কাদের প্রাণের বাষ্প সেথায় বহে।
কত দিবসের যাযাবর-গতি বন্দী হয়েছে সেথা,
কত মরণের কত সুখ আছে কত জীবনের ব্যথা!

এ মাটি যে আমরাই
জ্ঞান-জটায়ুর জটিল চাহনি বুঝিল না কিছু তাই।
ভৃঙ্গার ভরি চারু-সোম সুধা অরণ্য উৎসবে
আমরাই করে করিয়াছি পান চাষীকী গৌরবে,
শুষ্কপাত্র হাতে লয়ে হাসে ঐতিহাসিক দল—
পাতালের সেই যাদুঘরে কাঁদে আত্মারা অবিরল।
আবার আমরা বর্শার মুখে সভ্যতা গড়িবারে
মাটির পরতে কবর দিয়েছি আপন সত্যটারে।

অভিমানী আমরাই
গণকেরা আজ পায়না গণিয়া গণ্য সে কথাটাই
হলের ফলকে প্রথমা লক্ষ্মী মোদের আবিষ্কার,
যব-জনারের পোড়া রুটি মাঝে চিহ্ন কি পাও তার?
আমাদেরি কেহ ছিনায়ে তাহারে বেঁধেছে স্বর্ণ-পুরে

লক্ষ্মীছাড়ার লক্ষ্মী-খোঁজার বিলাপ পৃথিবী জুড়ে,
অতি শুচিতার নিকষ পাতিয়া তাহারে পরখি নিতে
চিরতরে হায় পাতালে পাঠানু শুনিয়াছি পরহিতে।

এই তো পৃথিবী ভাই
আজিও মাটির বক্ষ ফাটলে নিধূম ব্যথা তাই;
কোন্ নীহারিকা আমাদের আগে ধরার ধাত্রী হলো,
বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম হিসাবে মোদের কাজ কি বলো—
আমরা গড়েছি অশ্ব প্রাসাদ পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া চ
মাটির তলায় মরিয়া রয়েছি মাটির উপরে বাঁচি;
নূতন সূত্রের আয়োজন মোরা আজ হেথা ক'রে যাই,
আমাদের শব চিনিয়া লইবো ভবিষ্য আমরাই।

চলন্তিকা

সূর্যেরা কবে জ্বলিয়া পেয়েছে লয়,
বাজের লড়াই কৃষ্ণা রাতের নভে,
পলায়নপর বিধাতার পরাজয়—
সুন্দর, তবু তোমায় বাঁচিতে হবে।

বর্শাফলকে কালো কলিজার কালি—
পৃথিবীর ভাঙ্গা পঞ্জরে নাহি শ্বাস,
সুধার পাত্রে নাগের ছানারা খালি—
তবু সুন্দর আনো কুসুমের বাস।

মানুষের আজ একি ইতিহাস গড়া—
ঐতিহাসিক মমি-পৃথিবীরে ভাঙ্গি'
বাঁচিয়া চলিতে মরণে পেছিয়ে পড়া।
সুন্দর, তুমি তবু যাও পথ রাঙ্গি'।

প্রাণে প্রাণে আজ ফুরায় অতনু-বাস
তনুতে তনুতে কাফন গড়িল কারা!
সুন্দর, তবু আছে তব অধিবাস
কোথা' যেন পাই একটি তৃণের সাড়া।

সূর্যেরা কবে জ্বলিয়া পেয়েছে লয়
বাজের লড়াই কৃষ্ণা রাতের নভে,—
পলায়নপর বিধাতার পরাজয়—
সুন্দর, তবু তোমায় বাঁচিতে হবে।

ক্রান্তি

রক্তাক্ত প্রভাত আসে মানুষের খড়্গাঘাতে।
নির্বিচার রুধির নিপাতে
বস্ত উর্বরতা আজ পলির পরতে হয় জমা,
মরণের হাহাকারে ভবিষ্যের সৃষ্টিমুখা ক্ষমা।
যক্ষধর্মী কুবেরের স্বর্ণদ্বারে পদাঘাত নামে গুরুভারে
স্ফীত দেহ হিমালয় প্রণমিছে প্রসারিত শান্ত মৃত্তিকারে।
সমুদ্রেরা করে কানাকানি
সুমেরু কুমেরু আর পূর্বাচলে অস্তাচলে আকস্মিক
মন-জানাজানি।
পিরামিড সেকেন্দ্রায় শিহরিছে সম্রাটী কঙ্কাল
প্রভাতী মিছিল চলে আজিকার হাতে লয়ে
অনাগত কাল।

এরা চলে,
সম্মুখীন ক্রান্তিপানে বস্তমৃত্যু দলি' পদতলে
ঐতিহাসী নর;
প্রান্তের প্রান্তিক এরা উদয়ের স্রষ্টা যাযাবর।

ধারারক্ষী

আমার রক্তের মাঝে কোন্ ঢেউ ক'রে আসে ভীড়—
কোন্ ঝড়ে ভেঙ্গে যায় মাধ্যমিক একত্বের নীড় ;
আমার নিঃশ্বাসে পাই কত শত প্রয়াসের শ্বাস—
আজিকার সৃষ্টি মাঝে ফলাইত কা'দের বিশ্বাস।

সাম্রাজ্যের সম্পদাগুলি হস্তীযূথে যারা বয়ে বয়ে
নিজ ভারে ভূমিলীন, তাদের পঞ্জর ক্ষয়ে ক্ষয়ে
উর্বর মাটির সাড়া। আমি সেই মৃত্তিকার দেহী,
উৎসবের পাত্র হ'তে বন্ধুত্বের সাথে সমস্নেহী।

আকস্মিক আমি নই। বক্ষে মোর বাঁধিয়াছে বাসা
যাযাবরী যাত্রা আর আজিকার বাঁচিবার আশা ;
হলের কর্ষণ-ধ্বনি সাইরেনের তিক্ত সুরে মেশা—
অনার্য আফিম সনে ককটেলের মদালস নেশা।

সমবায়ী এ অস্তিত্ব। চারিদিকে টানায়-পোড়েনে
বৈদ্যুতিক গতিক্রমে আপনারে ভোলে আর চেনে !
ভাঙনের তীরে তীরে জমে ওঠা জীবন্ত ভাণ্ডার—
আমার সে পরিচয়, আমি, বন্ধু, একান্ত তোমার।

সমবায়

ফসলের দুরন্ত আঘ্রাণ।
দিগন্তের বালুচরে হংসমিথুনের ঐ নিরুদ্দেশ গানে
ঘরে ব'সে শুনি,
দিন যায় নিস্তরঙ্গ স্থবির ধারায়—
প্লাবিত প্রাচুর্য নেই ;—তন্বীসমা হয় না সে চৈতালীর
রিক্ততায়।

স্বাদহীন জল
আমাদের পল-অনুপল।
তার চেয়ে এসো তো বাহিরে
বিচিত্রের মৌন-মুখরিত ভীড়ে ;—
ফসলের দুরন্ত আঘ্রাণ,
দিগন্তের বালুচরে হংসমিথুনের ঐ নিরুদ্দেশ গান
চঞ্চলিত রেখা
যেথায় তরুণ তৃণে মৃত্তিকার গন্ধ-নিশ্বাস, চলো সেথা।
বলিতে কি পারো
এ-ধরণী একান্ত নিজস্ব কারো ?
কৃষাণের শ্রমধন্য দুধ-ভরা ধানের চারা
ঘাটে ঘাটে ঘর ফেরা নাবিকের সাফল্যের সাড়া,
অশথ-বটের ছায়ে রাখালের বেণু,
মাঠে মাঠে ধেনু,
আনম্র বেতসকুঞ্জে স্বৈরাচারী বাতাসের দৃপ্ত অভিসার—
এ ধরণী কার ?
কোন সম্রাটের ?

আজিকার লাল নভে একত্বের নাহি কোন পুরাতন জের।
ফসলের দুরন্ত আঘ্রাণ
দিগন্তের বালুচরে হংসমিথুনের অই নিরুদ্দেশ গান
সমবায়ী ঐশ্বর্য সে পরম ভুখার
এদের ওদের আর তোমার আমার।

ঐতিহাসিক

অগ্নিগিরিরা ধ্বংসে ধ্বসিয়া রয়েছে মাটির তলে,
চেঙ্গিস্ আর কালা পাহাড়ের দল,
মরেনি কিন্তু কপিলাবস্তু মারণ-মন্ত্র-কলে
বেথ্লেহেমের তারা আছে উজ্জ্বল।

ধূমকেতু আর উঙ্কারা সব ঢায়া আর ঢাই নিয়ে
ফেরার হয়েছে সে কোন্ আলোর ভয়ে,
সূর্য চলিছে চিরন্তনীর ঘোড়ায় চাবুক দিয়ে
অনেক জীবনে অনেক মৃত্যু জয়ে।

উজ্জয়িনীর শিলায় শিলায় শিলালিপি নাহি থাক
রক্তে মাংসে আমরা যে ইতিহাস,
এদিনের শেষে নাই বা ডাকুক তেমনি চক্রবাক
কলের বাঁশিতে অফুরান নির্বাস।

ক্যাক্টাস্ আর রডোডেনড্রন পাহাড়ে বেঁধেছে ডেরা
মানুষের মাঝে পায়নি তো খুঁজে ঠাঁই,
এ নয় মিছিল—বাঁচার নেশায় পরিক্রমায় ফেরা
ধান্যে জনারে পৃথিবীর পরমাই।

অগ্নিগিরিরা ধ্বংসে ধ্বসিয়া রয়েছে মাটির তলে
চেঙ্গিস আর কালা পাহাড়ের দল,
মরেনি কিন্তু কপিলাবস্তু মারণ মন্ত্র কলে
বেথ্লেহেমের তারা আছে উজ্জ্বল।

ঋণশোধ

ঋণশোধ পিতামহদের—বিধাতার নয়,
কত যে প্রাচুর্য আর কত অপচয় !
মানুষের শূন্যশীর্ষ ঘরে
শুষ্কবক্ষ মৃত্তিকার প্রতি স্তরে স্তরে
ভূমিষ্ঠ সীতার
কত হরণের কথা লেখা হলো কত বার—
ধূলিসাৎ স্বর্ণলঙ্কা কত রাবণের,—
আমাদের পিতামহদের।
দ্রাক্ষারসে উৎসারিত বর্বর উৎসব
আমাদের হলুদ-শোণিতে সে কি হয়নি নীরব ?
চেংগিসেরা কোথা' আজ ?
নেরো আর তৈমুর তাতারী বাজ—
লোভাতুর কৃষ্ণ পক্ষ টানি' কত দীপ নিভাইল হা'র'
আমাদের রক্তে জ্বলে বঞ্চনার সেই ক্ষুব্ধ সাড়া।

আমরা যে সিন্দবাদ,
বৈশ্যময় শ্রেণী-অপবাদ
স্কন্ধে বহি' বহি'
সুমেরু কুমেরু ঘেরি' গতিশীল স্থাণুতায় চক্রাহিত রহি।
ক্ষুদ্র এক জনারের ক্ষীয়মান শীষে
কোটির বুভুক্ষা আসি' হিংস্রতায় মিশে
আমাদের এ-যুগের ;
প্রতি পলে ঋণ-শোধ পিতামহদের।

আরো দিতে হবে
পুঞ্জীভূত রক্তশূন্য পূর্ণ করি' নিঃশেষ বৈভবে ;
প্রতি বন্ধ্যা বালুকার রুগ্ন স্থিতি মাঝে
আজো এলো না যে
প্রসূতির প্রসন্ন বেদনা
অপেক্ষিত স্ফুট সম্ভাবনা ;—
স্পন্দিত মীনারে স্তম্ভে পিরামিডে আর
শ্রদ্ধা পায় আজো অই নিস্তব্ধ বিকার
নিরঙ্কুশ মানুষের—
নিশ্চিহ্ন বিলয়ে হবে ঋণশোধ সেই পিতামহদের।

ভালবাসি ধরণীরে

আমার নয়ন 'পরে নামিয়াছে প্রভাতের আলো
প্রসন্ন প্রভাত এযে আকাশের দীপ্ত আশীর্বাদ,
আজ এই ধরিত্রীরে মনে হয় বাসিয়াছি ভালো,
পলকে সকল বুঝি আজন্মের অবলুপ্ত সাধ !
যে-স্বপন দেখি নাই ছিল শুধু অস্ফুট ইঙ্গিত
মৃত্তিকার রূপে রসে শুনি তার প্রমূর্ত আহ্বান ;
হৃদয়ের শুষ্ক স্তরে ধ্বনিতেছে সাগর সঙ্গীত
ভঙ্গুর এ পাত্র ভরি' কোন্ সুধা করিয়াছি পান ;

বুভুক্ষিত মানুষেরে হেরি আজ অমৃত-সন্তান,
ললাটে জ্বেলেছে তা'রা সর্ব জয়ী রুদ্র বহ্নি-রেখা,
নগরের ক্লিন্ন ধূমে নিঃশেষিত যত অপমান
দানবের যন্ত্রপুরে প্রগল্‌ভ বসন্ত দিল দেখা
উচ্ছৃঙ্খল কোলাহলে জীবনের অজস্র প্রকাশ
অতন্দ্র নয়ন মেলি' দেখিলাম জনমের মত
নিষ্পেষিত আত্মা কহে মৃত্যু মোর নহে সর্বনাশ
নিরানন্দ অন্ধকারে উৎসবের দীপ জ্বলে কত !

বহুদিন পরে আজ অন্তরের নির্বাসিত কবি
বিমলিন ভূর্জপত্রে রচে কোন্ অশ্রুত গীতালি !
জলে স্থলে ঝলকিছে সুন্দরের অনির্বাণ ছবি
তারি পূজা করে কবি বেদনার দেব-ধূপ জ্বালি' ।
আজ ভাবি দিতে পারি আপনারে নিঃশেষ করিয়া
ক্ষুদ্র ধূলিকণা তরে দিতে পারি প্রাণের সঞ্চয়,

মিলে যদি হলাহল তাই লবো ভৃঙ্গার ভরিয়া
ভালবাসি ধরণীরে সেই শুধু মোর পরিচয় ।

ভালবাসি ধরণীরে তাই হেথা রেখে যাই গান
কণ্টক-তরুর বুকে জাগিবে কি পুষ্পের কামনা ?
প্রজ্বালিত কুঞ্জতলে কোনো দিন কোনো দুটি প্রাণ
মিলন-আশ্লেষ মাঝে মোরে স্মরি' হবে কি উন্মনা ?
একদিন ছিনু হেথা সেই মোর ধ্রুব পরিচয়
ধ্রুব সে অনাগতে কারো মনে জাগিবে কি ভুলে ?
মোর লাগি কে করিবে এক বিন্দু অশ্রু অপচয়—
কেহ কি রহিবে বসি' দক্ষিণের বাতায়ন খুলে ?

চারণ

চোখের সমুখে দেখেছ কি কভু বুভুক্ষারে—
সব-হারাদের মিছিল দেখনি প্রাসাদ-দ্বারে ?
শূন্য মাঠের ফাটলে জ্বলিছে কাদের চিতা
তোমরা বোঝ' না, তোমাদের ঘরে দীপান্বিতা।
উৎসব-রাতে ভৃঙ্গার ভরি অমৃত পিয়া
ভাবিতে পার' না পিপাসায় ফাটে কাহার হিয়া !
সপ্ত ডিঙার বেসাতি তোমার ফিরেছে ঘরে,
সোণার স্বপনে ভিতর বাহির গিয়েছে ভ'রে।
ফুটা পিদ্দিম শিয়রে লইয়া কে জাগে একা
মরিবার আগে মরণের ছায়া দিয়েছে দেখা
তাদের লাগিয়া গেয়েছিনু গান আর জনমে,
আজো গেয়ে যাই শুনিতে পাও না মনের ভ্রমে।

আগত ঊষার কল-কাকলিতে জেগেছ বুঝি,
যদি চাহে প্রাণ বারেক বাহিরে দেখিও খুঁজি—
পথ-তরুতলে শুকনো তৃণের শয়ন পাতি'
শিশু-কঙ্কাল বক্ষে লইয়া কেটেছে রাতি
কোন জননীর ? বুকের অমৃত বিকৃত হলো—
স্নেহের পেয়ালা বিষে ভ'রে যায় কোথায় বলো ?
জীবনের জুয়া খেলিয়া যাহারা একটি দানে
জিৎ নিতে হারে তাদের বেদনা কেহ কি জানে ?
মানুষ হইয়া সরমে মরিছে মানুষ ব'লে
আত্ম-জাল টানি' বাঁচিত তাহারা মরণ হ'লে।

তাদের লাগিয়া গেয়েছিনু গান আর জনমে,
আজো গেয়ে যাই শুনিতে পাও না মনের ভ্রমে।

যদি কোনদিন পৃথিবীর পথে সেদিন আসে
বনস্পতির জীর্ণ শাখায় ফাগুন হাসে
মাটির পাত্র ভ'রে ওঠে যদি চাঁদের সুরে
মৃত্যু ঈগল ডানা সঙ্কুচি' পলায় দূরে
জগন্নাথের রথ চাকা-তলে হইয়া লীন
এক হয় যদি আমার রাত্রি তোমার দিন
সেদিন শ্মশানে ফণি-মনসার কাঁটার ডালে
গন্ধ-গোলাপ হয়তো ফুটিবে ইন্দ্রজালে !
ছায়ার পিছনে ছায়া চলে আজ ভীরুর ছবি
ছায়া ধরি' কায়া উপাড়ি' আনিবে চন্দ্র রবি
চির-দিবসের আমি যে চারণ আমার গান
সেদিন শুনিও তোমার আকাশে পাতিয়া কাণ।

তুমি—

সতী আর সীতা এ দু'টি নামের ঘুম-পাড়ানিয়া গানে
আজিও কি ঘুম ঘনায় তোমার চোখে ?
দেবীত্ব লভি' কাঁদে নারীত্ব জর্জর অপমানে—
অন্দরে বাঁধি' বন্দনা তিন লোকে !

তালপাতা আর কালির পাত্র সভয়ে গোপন রাখি'
তোমাকেই ডাকা ভারতী-সরস্বতী !
সুবিধা-বাদের ধর্ম-খোলসে আপনার পাপ ঢাকি'
সহধর্মিণী তোমারে কহিল পতি।

প্রহরণ সব একে একে কাড়ি বেতস-কোমল করি'
পরিচয় দেওয়া শক্তিরূপিণী ব'লে—
তিলে তিলে হায় দহিয়া তোমায় ভস্মে প্রতিমা গড়ি'
নারীর মহিমা-কীর্তনে পড়ে ঢ'লে।

ঘরের ঘরণী তুমি না হইলে ঘর সে লোপাট হয়,
গৃহলক্ষ্মীর উপাধি বানানো তাই- –
লাভের হাটের সওদাগরির সওদা তোমার নয়,
তোমার খাতায় ক্ষতির অঙ্কটাই।

পাঁজর-দেখানো অকেজো জাহাজ বন্দরে বেঁধে রেখে
ময়ূর পঙ্খী নামটি খোদাই করা—
দুঃখের ভারে অচল করিয়া তোমারেই ডাকা ডেঁকে
সর্বংসহা সর্বদুঃখহরা।

সতী আর সীতা এ দু'টি নামের ঘুম-পাড়ানিয়া গানে
আজিও কি ঘুম ঘনায় তোমার চোখে ?
দেবীত্ব লভি' কাঁদে নারীত্ব জর্জর অপমানে—
অন্দরে বাঁধি বন্দনা তিনলোকে !

বন্দিনী পৃথিবী

বন্দিনী এ পৃথিবীর মুক্তি বুঝি নাই কোন কালে,
তাহার আকাশ হ'তে কবে কোন্ দিক্-চক্রবালে
পান্থ সূর্য লুকায়েছে : তপনের করুণা-ভিখারী
দুর্বল ক্ষীণায়ু চাঁদ নিরুদ্দেশ পথের ভিখারী।
কোথা হ'তে আসে অন্ধকার—রচে হেন মৃত্যু-কারা
নিঃসহায় ধরিত্রীরে ঘিরে ? ক্রন্দসীর অশ্রু-ধারা
ধুতুরা গরল সম বিষ-বন্যা আনে পাংশু নভে ;
বন্দিনী এ বসুধার মুক্তি লগ্ন আসিবে সে কবে ?

অভিশাপে চির বন্দী পর্বতের শুনিছ বিলাপ ?
বিধাতারে অন্বেষিছে অগ্নি গর্ভ তা'র বক্ষ-তাপ :
সহস্র পাষাণ-বাহু প্রসারিয়া অসীম-সীমায়
ঈশ্বরের জ্বৎপিণ্ড খুঁজে মরে পর্বত জ্বালায়।
নির্বাতিতা নির্ঝরিণী উপল-কঙ্কাল শয্যা'পরে
অস্তিত্বের অভিশাপ রেখে যায় নিজ-স্রষ্টা তরে,
বাষ্পায়িত ক্ষীণশ্বাসে কাঁপে ব্যথা বনের পল্লবে···
বন্দিনী এ বসুধার মুক্তি-লগ্ন আসিবে সে কবে ?

নিশি রাতে কল্লোল-প্রলাপে বাজে তীক্ষ্ণ হাহাকার,
শৃঙ্খলিত সমুদ্রের মুক্তি ভিক্ষা ভেদি' অন্ধকার
ক্রন্দনে লুটায়ে পড়ে তট-শিলা'পরে ! দেখিছ না
লক্ষ কোটি নাগ-কন্যা বিস্তারিয়া শ্বেত বিষ-ফণা
জন্ম হ'তে মৃত্যু মাঝে চির-মুক্তি চাহে আপনার ?
পলায়িত বিধাতারে ডাকে তা'রা নিত্য অনিবার ;

ঊর্ধায়িত এ বিলাপ শ্রান্ত ঘুমে প্রশান্ত কি হবে ?
বন্দিনী এ বসুধার মুক্তি-লগ্ন আসিবে সে কবে ?

প্রথম আরণ্য নর আজো বন্দী আমার অন্তরে,
প্রতি ধমনীতে তব 'ইভের' শোণিত কেঁদে মরে।
তুমি আমি আদি বন্দী পৃথিবীর প্রথম দিবসে
অজ্ঞানিত প্রেমে পাপে। কভু পাওয়া উন্মত্ত হরষে
অকস্মাৎ উন্মেষিত কামনায় কভু পাওয়া বৃথা,
বন্ধনের খেলা-ঘরে আজি মোরা ওগো অনিন্দিতা !
কারাগৃহে এ-বাসর রচিয়াছি কিবা সে গৌরবে !
বন্দিনী এ বসুধার মুক্তি-লগ্ন আসিবে সে কবে ?

তীরন্দাজ

তীরন্দাজেরা তীর হানো আরো জোরে
মাথার উপরে হলুদে সূর্য ক্রান্তির পাকে ঘোরে।
আর ঘোরে ওই শ্বাপদের দল তাজা শিকারের লোভে
ফুলে ওঠে আর লালের জোয়ার আহতের বিক্ষোভে।
মাটির বক্ষে নখর গিয়েছে ঢুকি'
কচি সবুজের প্রসব-ঘরেতে মৃত্যুর ধুক্‌ধুকি
আকাশে নখর ছিঁড়ে নিতে চায় কাদের শ্বাসের বায়ু
বাঘের থাবায় ফতুর যে পরমায়ু।
ইস্পাতী নখে কাঁচা রোদ আর ফসলের হাহাকার
তীরন্দাজেরা তীরের ফলায় আরো দিতে হবে ধার।

পৃথিবীর বুক আদিম গুহায় ভরা
মিছে হয় বুঝি আজের জমিতে আগামী-আবাদ করা
পাহাড়ে পাহাড়ে গুণ্ঠনে ঢাকা চান্দ্র রাত্রি কাঁপে
বহু বসন্ত নির্বাসনের নিঃসঙ্গতা যাপে
অজগরী বিষ বাঘের বক্র নখে
কত বাসরের কবর আঁকিছে আঁচড়ের লাল ছকে
আজের নগরে প্রাথমিক বর্বর,
তীরন্দাজেরা কোথায় তাক্ষশর ?
তীর হানো আরো জোরে—
মাথার উপরে হলুদে সূর্য ক্রান্তির পাকে ঘোরে।

পথচারী

শিকারী তোমার শূন্য শিকার-থলি—
পদতলে তবু রাজসিক রাজপথ ;
মাথার উপরে সূর্য পড়িছে গলি'
ভেবোনা বন্ধু ভাঙ্গা তব আয়ুরথ।

দূরের স্বপ্নে বন্দরে বাঁধা তরী ;
সাইরেনে বাজে নিরুদ্দেশের সাড়া—
কাটে বহুলার মুক্তি-নিশানা স্মরি'—
আছে বৈভব চল হে সর্বহারা।

আঁধার চিরিয়া চাঁদের চাঁদির খনি
তুলে নিতে হবে কৃষ্ণা পেশীর জোরে ;
কেন বেঁচে মরা খুদ কুঁড়া শুধু গণি' ?
ফাঁকা নিশ্বাসে কালের চাকা না ঘোরে।

কাঁচের কোঠায় সাজান পুতুলগুলি !
পৃথিবীর পথে পৃথিবীর মানুষেরা
চলার শব্দে চাপা থাক্ শেখাবুলি
নহে সে হাওয়ায় মাটি লয়ে বাঁধ ডেরা।

শিকারী তোমার শূন্য শিকার-থলি—
পদতলে তবু রাজসিক রাজপথ ;
মাথার উপরে সূর্য পড়িছে গলি'
ভেবোনা বন্ধু ভাঙ্গা তব আয়ুরথ।

অভ্যুদয়

রাত জেগে জেগে চাঁদেরে চাহিয়া অগণন তারা গুণে
মাটির বক্ষে দাঁড়ায়ে যাহারা করেছে জীবনপাত
যাদের লাগিয়া শর অঙ্কুরাণ পঞ্চশরের তূণে
কখন তাদেরে বিঁধিয়া নিয়েছে অভিমানী ইস্পাত।

একটি কুটিরে একটি প্রদীপে একটি প্রিয়ার মুখ
পলায়নপর যাদের নয়নে জাগিল নির্নিমেষ
পদাতিক আর অশ্বক্ষুরের চলনে তাদের বুক
ভেঙ্গে খান খান, মরু-ঝঞ্ঝায় উড়েছে তাসের দেশ।

যাযাবর আর অরণ্যবাস মধুকের মধু পিয়া
ভিৎ হয়ে আছে নগর-তোরণে কূর্ম বরাহ জানে ;
মাটীর হলুদে লাল সূর্যের আল্পনা আঁকি দিয়া—
যাত্রীরা অই অনাদী কালের রথের রজ্জু টানে।

মৃত্যু আজিকে মুখর হয়েছে ফুজি থেকে আমাজনে
জীবন-গ্রন্থি তাই কি জোরালো সুমেরু কুমেরু মাঝ ?
ধানের শীষের জয়গান বাজে মেসিনগানের রণে
তাজা সবুজের বাঁচার কাহিনী বর্শা ফলকে আজ।

নগরে ঝড়

কাল রাতে ঝড় ছড়ালো বিপুল পাখা,
শিশু এ নগর দোলনায় ছিল ঘুমে,
জেগেছিল বুড়ো একঘরে কুঁড়ে ঘর
আর জেগেছিল চিরদিন জেগে থাকা।

বাহির কাঁদিল প্রাসাদী জানালা ধরি'
ভিতর তখন নিতল নিদ্রাকোলে,
পালক-শয়নে ঘুমায় কন্যা কোন'
বাহিরে ফুকারে মুমূর্ষু শর্বরী।

কাল রাতে ঝড় হয়েছে নগর ভ'রে
প্রাসাদ-দুর্গে হলো সে যে পরাজিত,
বাজের কামান চুম্বকে লেগে কাৎ,
খড়ো চালে শুধু বিজয় কেতন ওড়ে।

লাথি মেরে গেল দুনিয়ার লাথি খাওয়া
পথের পথিকে, আর নেড়া গাছটাকে,
ঝড় হেসে গেল কাঁদায়ে কাঁদানো কুঁড়ে,
সিংহ দুয়ারে ঝড়ো হাওয়া হলো হাওয়া।

বিজেতা

পৃথিবীর মাটি লাল—
আর লাল দিগন্তের পীতাভ আকাশ,
লাল আর ভবিষ্যের চষা ক্ষেতে মানুষের বীজাণুরা।
পরিমিত অস্তিত্বের অন্তিম নিঃশ্বাসে
বাঁচিবার প্রশস্ত ইঙ্গিত!
কণ্ঠিত কুয়াশা
লাল সূর্য—
হে সৈনিক এ জয় তোমার।

বহু কোলাহল—
স্থিতিবাদী হিমালয় অন্তর্দাহে ক'সে পড়ে আজ,
প্রবাল সঞ্চয়ী সমুদ্রেরা তোলপাড়
টর্পেডো ডেপথ্ চার্জ—
নিবিষ বৈরাগী মরু ক্লীবত্বের রুগ্ন সুরে কাঁদে।
এ পৃথিবী স্বয়ম্বরা তোমাদের করে—
হে সৈনিক এ জয় তোমার।

সঙ্গীনের মুখে মুখে কণ্টকের পরাজয়;
লাঙ্গল-ফলায় ওঠে তোমাদের সমবায়ী
পঞ্জরের প্রাণ।
সুস্পষ্ট সাফল্য আসে হাতুড়ে ফিনিকে
প্রস্তরিত প্রত্নতত্ত্ব তালপত্রী ইতিহাস
পরিচয় নাহি থাক—
পৃথিবীর আশাবাদ রক্তাক্ত সৃজন তোমার
লাল মাটি
রক্তিম আকাশ
রক্তাভ প্রভাত
হে সৈনিক এ জয় তোমার।

অজয় ভট্টাচার্যের

অন্যান্য বই

(কবিতা)

১। রাতের রূপকথা

২। ঈগল ও অন্যান্য কবিতা

(গীতি-সংগ্রহ)

১। আজি আমারি কথা

২। মিলন-বিরহ গীতি

৩। শুক-সারী

UNIVERSITY OF CHICAGO
099 965 140